

কুয়েট: প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিতে ঢাকায় যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

: রোববার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫



খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) একদল শিক্ষার্থী উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অপসারণসহ ছয় দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিতে ঢাকায় রওনা হয়েছেন।

রোববার সকাল ৮টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে ভাড়া করা দুটি বাসে ৮০ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী ঢাকা উদ্দেশে রওনা হন। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়, আর চোখে ছিল লাল কাপড় বাঁধা।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে কেবল গার্ডরা থাকলেও বহিরাগতরা 'অবাধে' ক্যাম্পাসে চলাফেরা করছে, যা তাদের আতঙ্কিত করছে। তাই প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পর তারা বাড়ি ফিরে যাবেন

এবং ছয় দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ফিরবেন না।

১৮ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়, যাতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। সংঘর্ষ একপর্যায়ে ক্যাম্পাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বিএনপি নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের সঙ্গে যোগ দিলে এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রশিবির নেতাকর্মীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

এরপর রাতে শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেন, যার মধ্যে ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না এবং থাকলে আজীবন বহিষ্কারের বিধান রেখে অধ্যাদেশ জারি; সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা, বহিষ্কারসহ ব্যবস্থা নেওয়া; ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বাইরে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের রাখা; আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যয় প্রশাসন থেকে বহন করা এবং ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের পদত্যাগের দাবি উত্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীরা সময় বেঁধে দিয়ে জানান, দাবি পূরণ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে উপাচার্য মুহাম্মদ মাছুদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার বাসভবন ছেড়ে ঢাকায় যান। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে সহ-উপাচার্য শেখ শরীফুল আলমকে রুটিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে হামলার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অজ্ঞাত ৪০০-৫০০ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করে, যেখানে বিএনপি ও যুবদলের চারজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলেও হলগুলো খোলা রাখা হয়েছে। তবে অনেক শিক্ষার্থী হল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, তিন কর্মদিবসের মধ্যে সদস্যদের প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে বলে সহ-উপাচার্য জানিয়েছেন।

শীর্ষ সংবাদ

চট্টগ্রামে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংকট

লামায় শ্রমিক অপহরণ : প্রশ্নবিদ্ধ নিরাপত্তা

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের শেষ কোথায়?

টেকসই উন্নয়ন ও আদিবাসীদের অধিকার

শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তনে শিক্ষকের মূল্যায়ন

দেশে প্রোগ্রামিংয়ের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

তর্কে সময়, সামর্থ্য এবং শক্তির অপচয় রোধ করুন

দাপুটে জুয়ে বাসার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে রিয়াল

নিজেকে গ্রেফতার করে কারাগারে
পাঠানোর আর্জি জামায়াত
আমিরের

বাংলাদেশকে ঠিক করতে হবে
ভারতের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক চায়:
জয়শঙ্কর

ট্রাম্পের 'অন্যায়' প্রস্তাবে না বলতে
পারবে ইউক্রেন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভালো
করার রসদ টাইগারদের

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের অবসান
হতে পারে 'এই সপ্তাহে': হোয়াইট
হাউস

হোস্টেল থেকে ঢাবি ছাত্রীর ঝুলন্ত
মরদেহ উদ্ধার

৬ মাস পর সাময়িক বরখাস্ত হলেন
পুলিশের বিপ্লব কুমার সরকার

চ্যানেল ওয়ান সম্প্রচারে বাধা নেই :
আপিল বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পছন্দ না
হওয়ায় শিক্ষার্থীদের রেললাইন
অবরোধ

সাবেক আইজিপি সহ ১০৩ পুলিশ
কর্মকর্তার বিপিএম-পিপিএম পদক
প্রত্যাহার

নকলায় কিশোরীকে 'সংঘবদ্ধ
ধর্ষণ': আসামিদের গ্রেপ্তারের
দাবিতে থানা ঘেরাও-মহাসড়ক
অবরোধ

বনশ্রীতে জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে
গুলি করে স্বর্ণ ও টা